IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মালদহ জেলার প্রচলিত পূজা -পার্বণ ও মেলা

(MALDOHO JELAR PROCHOLITO PUJA PARBON O MELA)

Dr. Samim Ahmed Molla

KEY WORDS:-

আচার-আচরণগত এবং প্রকৃতিগত, ভূমিগত সামগ্রিক বন্ধন,ফসলকেন্দ্রিক এই পরব দেবতার উদ্দেশ্যে।

ABSTRACT:-

মিশ্র সংস্কৃতির এই মালদহ জেলাতে বাঙালিজাতির পূজা পার্বণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি ঐ সমস্ত জাতি কিংবা দেশে কিংবা ব্যক্তির সম্পদের আচরিত উৎসব, পূজা, পার্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠান, মেলবন্ধন অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘনীভূত বা মিলিত হয়ে থাকে।বৌদ্ধদের প্রাচীন রথোৎসবের অবশিষ্ট রূপ এই রথাইব্রত যা এই জেলার মহিলাদের মধ্যে বেঁচে আছে। ব্রত শেষে নাচ গান চলে রাত ভর।সাঁওতাল সম্প্রদায় জৈষ্ঠ্য মাসে এই পূজা পালন করে। তারা এই পূজা করে নিজেদের সমাজকে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে। বলি (পাখি-মূলত) ও ভরের-এর দ্বারা এ-পূজা সমাপ্ত হয়। তবে এই উৎসব বা পূজা জৈষ্ঠ্য মাসে পালন করা হয়।বীজ শস্য পরিণত হওয়া এবং সেই শস্য কাটার জন্য যে আনন্দ অনুষ্ঠান ‘জানথাড়’ উৎসব নামে পরিচিত।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মতোই মুণ্ডা আদিবাসীরা আষাঢ় মাসে ভালো শস্য ফলনের জন্য বীজরোপন উৎসব পালন করে দেবতার উদ্দেশ্যে। পুরো পাড়া বা গ্রামের মানুষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।জেলার ‘চাঁই’ সম্প্রদায়ের মানুষের সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা করে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে ‘জিতাষ্টমীব্রত’ পালন করে। এরা বিশ্বাস করে এই ব্রতপালনে বন্ধ্যানারী ও সন্তানসম্ভবা হতে পারে, মনের সব বাসনা পূরণ হতে পারে এবং স্বর্গলাভ হতে পারে মৃত্যুর পর।এই উৎসব আনন্দানুষ্ঠানগুলি এটা প্রমাণ করে এই জেলার বাসিন্দা বা মানুষেরা অসংহত বিচ্ছিন্ন নয়।

ESSAY:-

প্রতিটি ব্যক্তি, সম্প্রদায় থেকে শুরু করে জাতি কিংবা প্রতিটি জেলা কিংবা প্রতিটি দেশের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে তাদের আচার-আচরণগত এবং প্রকৃতিগত, ভূমিগত সামগ্রিক বন্ধনের মাধ্যমে। যা সংস্কৃতি নামে পরিচিত। আর এই সংস্কৃতি ঐ সমস্ত জাতি কিংবা দেশে কিংবা ব্যক্তির সম্পদের আচরিত উৎসব, পূজা, পার্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠান, মেলবন্ধন অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘনীভূত বা মিলিত হয়ে থাকে।

মিশ্র সংস্কৃতির এই মালদহ জেলাতে বাঙালিজাতির পূজা পার্বণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মালদহ জেলার ক) পূজাপার্বণ ও (খ) মেলাসম্বন্ধে
নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

ক) পূজাপার্বণ :

মালদহ জেলার পূজা-পার্বণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় এই জেলাতে সারা বছর ধরে অর্থাৎ বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত পূজা-পার্বণের ধারা বজায় রয়েছে।

বৈশাখ :

এই মাসে রথাইব্রত, সত্যনারায়ণ পূজা, শিকার উৎসব, সরহুল পরব, গেরাম পূজা, বাঁশুলী দেবীর উৎসব, মহামায়ার পূজা প্রভৃতি প্রচলিত।

বৌদ্ধদের প্রাচীন রথোৎসবের অবশিষ্ট রূপ এই রথাইব্রত যা এই জেলার মহিলাদের মধ্যে বেঁচে আছে। ব্রত শেষে নাচ গান চলে রাত ভর।

পুরো বৈশাখ মাস চাঁই সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র এবং প্রায় প্রতি বাড়িতে এই সত্যনারায়ণ পূজা পালিত হয়। তবে বৈশাখ ছাড়াও গৃহের কোন অনুষ্ঠান হলে, বিবাহের পূর্বে এই পূজা বর্তমানে প্রচলিত।

মালদহ জেলাতে বৈশাখ মাসে দু'দিন ধরে বাঁশুলী দেবীর উৎসব পালিত হয়। বাঁশুলী দেবীর উৎসব জেলার ছোট ধরমপুর গ্রামে এখনও প্রচলিত।

বৈশাখ মাসের প্রথম থেকেই 'মহামায়ার পূজার' তোড়জোড় শুরু হয়। পূজা হয় বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার। ভক্তের উপর ভর হয় এই পূজাতে। জেলার বারিন্দা গ্রামে বৈশাখ মাসে এই উৎসব বর্তমানে প্রচলিত।

মালদহ জেলার সাঁওতাল সমাজ ও আদিবাসী সম্প্রদায় ভূমিজ'রাশিকার উৎসব পালন করে। শিকার যাওয়া থেকে শিকার পাওয়া এবং শিকার পাবার পর নাচ-গান উৎসবের মধ্য দিয়ে এই উৎসব শেষ হয়।

মালদহ জেলা আদিবাসী সম্প্রদায় ভূমিজ রাসরহুল উৎসব পালন বা পরব পালন

করে। এটি ভূমিজদের সবথেকে বড় পরব। ফসলকেন্দ্রিক এই পরবে দেবতার উদ্দেশ্যে শালফুল উৎসর্গ করা হয়।

জৈষ্ঠ্য :

মাকড়-মে উৎসব এবং ষাটব্রত পালিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে।

সাঁওতাল সম্প্রদায় জৈষ্ঠ্য মাসে এই পূজা পালন করে। তারা এই পূজা করে নিজেদের সমাজকে বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে। বলি (পাখি-মূলত) ও ভরের-এর দ্বারা এ-পূজা সমাপ্ত হয়। তবে এই উৎসব বা পূজা জৈষ্ঠ্য মাসে পালন করা হয়।

মালদহ জেলার নারীরা ষাটব্রত পালন করে। সধবা ও কুমারী নারীদের পালিত এই ব্রত উর্বরতার ব্রত। সন্তান ও শস্য কামনা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

আষাঢ় :

আষাঢ় মাসে পালিত পূজা ব্রতগুলি হল— এরম-সীম, হাঁড়িয়ার-সীম, জানথাড় উৎসব, কাদলেতা উৎসব প্রভৃতি।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা উন্নত বা ভাল ফসল কামনা করে ‘এরমসীম’ উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেওয়া হয়।

‘এরম-সীম’ উৎসবের পর বীজ বোনা হয়। এই বীজ বোনার পর যে উৎসব হয় তা ‘হাঁড়িয়ার-সীম’ নামে পরিচিত।

বীজ শস্য পরিণত হওয়া এবং সেই শস্য কাটার জন্য যে আনন্দ অনুষ্ঠান ‘জানথাড়’ উৎসব নামে পরিচিত।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মতোই মুণ্ডা আদিবাসীরা আষাঢ় মাসে ভালো শস্য ফলনের জন্য বীজরোপন উৎসব পালন করে দেবতার উদ্দেশ্যে। পুরো পাড়া বা গ্রামের মানুষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।

শ্রাবণ :

মনসা পূজা ও মনসাপালা গান শ্রাবণ মাসে পালিত এই জেলার অন্যতম পার্বণ।

মালদহ জেলায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ‘মনসাপূজা’ পালিত হয়। আতপ চাল, দুধ, খই, কলা,ফলমূলের

সঙ্গে বলি, দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় প্রসাদ হিসাবে। এই দিন নতুন শিষ্যত্ব গ্রহণ করার রীতিও দেখা যায়। জেলার গম্ভীরাঘর ও সিমলা গ্রামে এখনও ব্রাহ্মণ পূজারী দ্বারা এই মনসা পূজার প্রচলন আছে।

‘মনসা পূজা’র পাশাপাশি এই জেলাতে পালিত আরেকটি উৎসব হল ‘মনসাপালা গান’। স্তুতিমূলক এই উৎসবে মনসার জন্ম থেকে মর্ত্যে পূজা প্রচার পর্যন্ত কাহিনি তুলে ধরা হয়। স্বনামধন্য ‘মনসামঙ্গল’ রচয়িতাদের কাহিনি অবলম্বন করলেও জেলার মনসাপালা গানের রচয়িতারা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেছে গ্রহণ করা কাহিনি গুলির মধ্যে।মনসা পূজার থেকে মালদহ জেলায় মনসাপালা গানের জনপ্রিয়তা বেশি বলে মনে হয়।

ভাদ্র :

ভাদ্র মাসে ঘিরে রয়েছে ভাজোব্রত, কারামপরব, জিমূতবাহন পূজা, করমপরব, জিতিয়া বা জিতাষ্টমী প্রভৃতি।

মালদহ জেলার নারী সমাজ মনের কামনা পূরনের আশায় 'ভাজো' ব্রত পালন করে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে শুরু হয় দশ দিন সন্ধ্যাব্যাপী এই ব্রত। জেলার মালো, পুণ্ড্র ও ক্ষত্রিয় রা বেশি পালন করে। তারা বিশ্বাস করে এই ব্রতপালনে শস্যের সাথে বংশ বৃদ্ধি ও ধন সম্পত্তি ও লাভ হয়।

মুণ্ডানামক আদিবাসী সম্প্রদায় গ্রাম বা জাতির বা পরিবারের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করে পালন করে 'কারাম' পরব। গ্রামের মাঝে একটি করম চারাপোতা হয় যা সংগ্রহ করে আনে অবিবাহিত যুবকরা। পূজা শেষে চলে নাচ-গান মদ্যপান (ইলি) আনন্দানুষ্ঠান।

সন্তানের মঙ্গল আকাঙক্ষায় নারীরা পালন করে 'জীমূতবাহন' পূজা। 'জিতাষ্টমী' নামে পরিচিত এই পূজা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পালিত হতে দেখা যায়। পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের নারীরাও এই উৎসব পালন করে।

মালদহ জেলার আদিবাসী ভূমিজ সম্প্রদায়ের নারীরা ভাই-এর মঙ্গলকামনা করে 'করমপরব' পালন করে। যা পালিত হয় ভাদ্র মাসের একাদশীতে। ভাইয়ের মঙ্গল কামনামূলক বলে
সকলে এই পরবে মেতে ওঠে।

আশ্বিন :

আশ্বিন মাসে গাড়শী (গাঢ়শী) ব্রত ও জিতাষ্টমীব্রত পালিত হতে দেখা যায়।

এই জেলার নারীরা আশ্বিন সংক্রান্তির দিন সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তে গাড়শীব্রত উদ্‌যাপিত করে। গার্হস্থ্য বা গরুব্রত নামক এই ব্রতের সঙ্গে লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণ দেবতার যোগ বর্তমান। মানুষের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি গৃহপালিত পশুদের ও মঙ্গল বা শুভ কামনা করা হয় এই ব্রতে।

জেলার 'চাঁই' সম্প্রদায়ের মানুষের সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা করে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে 'জিতাষ্টমীব্রত' পালন করে। এরা বিশ্বাস করে এই ব্রতপালনে বন্ধ্যানারী ও সন্তানসম্ভবা হতে পারে, মনের সব বাসনা পূরণ হতে পারে এবং স্বর্গলাভ হতে পারে মৃত্যুর পর।

কার্তিক :

কার্তিক মাসে উল্কা উৎসব, রাস উৎসব, বাঁধনা উৎসব, সহরায়পরব, আকালাইনেওয়া প্রভৃতি পূজা-পার্বণ পালিত হতে দেখা যায়।

কার্তিক মাসে কালীপূজার সময় অমাবস্যা তিথিতে চাঁই সম্প্রদায় 'উল্কাউৎসব' পালন করে। চাঁই সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু কৃষকরাও এই উৎসব পালন করে। কম বয়সী ছেলেমেয়েরা কালীপূজার সময় অমাবস্যার রাতে পাটকাঠি জড় করে তাতে আগুন দিয়ে সেই কাঠি নিয়ে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন শস্য খেত, প্রত্যেক বাড়ি, গ্রাম, বিভিন্ন

খামার ঘুরে আসে। তারা ঘুরে আসলে তাদের বরণ করা হয়। শস্যকে কীটপতঙ্গ থেকে বাঁচাবার জন্যই দেবীর কাছে তাদের প্রার্থনা এই উৎসবের দ্বারা।

মালদহ জেলায় প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় সাত দিন ধরে 'রাস-উৎসব' পালন করে জেলার কিছু মানুষ।

গোরু-কে কেন্দ্র করে মালদহ জেলার ভূমিজ আদিবাসীরা কার্তিক মাসের অমাবস্যা থেকে শুরু করে মোট তিন দিন 'বাঁধনা উৎসব' পালন করে। গরু বন্দনাই উৎসবের মূল বিষয়। কারণ কৃষিজীবী ভূমিজদের কাছে গোরুই মূলসম্পদ।

মুণ্ডাদের একটি বড় জাতীয় উৎস বহল- 'সহরায়' উৎসব বা পরব। গৃহপালিত পশুর শুভ কামনা এই পরবের উদ্দেশ্য। শুভ কামনামূলক হলেও মেয়েদের বাপের বাড়ি আসা, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ করা প্রধান হয়ে ওঠে।

মালদহ জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের পালিত উৎসব হলো 'আকালাই' নেওয়া। ক্ষত্রিয় রাজবংশীরা কার্তিক মাসের শেষ দিকে এই উৎসব পালন করে, এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম তারিখে নবান্ন পালন করে। এই উৎসব মূলত নবান্নকে ঘিরে পালিত হয়।

কালী পূজার সময় রাজবংশী সম্প্রদায় আর একটি উৎসব পালন করে তাহল— 'দীপাবলি উৎসব'। এইউৎসবহকাহকি, গছাদেওয়ানামেওপরিচিত।

অগ্রহায়ণ :

এই মাসে পালিত পূজা-পার্বণ হল— গ্রামপূজা ও জঙ্গলথাসা।

ভালো ফসল কামনায় মালদহ জেলাতে পাঁচদিন-সন্ধ্যা ধরে লক্ষ্মী দেবীর আহ্বান করে পালন করা হয় 'জঙ্গলথাসা' উৎসব। প্রতিমা, পুরোহিত ছাড়া এই পূজা ফসলের খেতের উপর চাঁইসম্প্রদায়ের নারীরা পালন করে।

বৃক্ষকে দেবতা ও মূর্তি কল্পনা করে অগ্রহায়ণ মাসে 'গ্রামপূজা'র আয়োজন করা হয়। প্রাচীন এই উৎসবে আতপ চাল, কলা, পায়রা মানত ও ভোগ হিসেবে রাখা হয়।

পৌষ :

পৌষ মাসের বিভিন্ন সময়ে মালদহ জেলাতে পালিতপূজা-পার্বণগুলি হল— সোনা রায়ের পূজা, মাছ ধরা উৎসব, সাকরাত উৎসব, টুসুপরব, নবান্ন উৎসব।

জেলার রাখাল ছেলেরা পৌষসংক্রান্তিতে মাঠের মাঝে 'সোনা রায়ের পূজা' পালন করে। রাখাল ছেলেরা পৌষ মাসের সন্ধ্যাতে সোনা রায়ের স্তুতিমূলক ছড়া, গান গাইতে গাইতে প্রত্যেক বাড়ি থেকে অর্থসংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে থেকে পুরোহিত ঠিক করে পূজা করে এবং পূজার পর সকলে মিলে প্রসাদ বা ভোগ গ্রহণ করে। এ পূজা বাঘের দেবতা সোনা রায়কে তুষ্ট করার পূজা।

পৌষ মাসে চাঁইসম্প্রদায়ের আর একটি পালিত উৎসবহল 'মাছধরা উৎসব'। নদী-নালা ভরা মালদাতে এক সময় এই উৎসব জমজমাটভাবে পালিত হলেও বর্তমানে পরিবারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই উৎসব পুরুষেরা মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে একত্রিত হয়ে পালন করে।

ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সমাজ পৌষ মাসে মারাংবুরু পূজার পাশাপাশি 'সাকরাত উৎসব' পালন করে। পিঠা, চিড়া, মুড়ি, হাঁড়িয়া দেবতার ভোগ ও নিবেদিত জিনিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মালদহ জেলার ভূমিজ আদিবাসী নারীরা 'টুসু পরব' বা 'টুসু উৎসব' পালন করে। এই উৎসবে নারীরা টুসু'কে নিজেদের পরিবারের একজন মনে করে তাদের জমে থাকা ব্যথা বেদনা, আক্ষেপ, উপেক্ষা, ক্ষোভ, বিবাদ, সম্বাদ প্রভৃতিকে গানের আকারে প্রকাশ করে। এ গান তাদের নিজস্ব তৈরি গান।

পৌষ মাসে পালিত 'নবান্ন উৎসব'-টি পালন করার কোনো নির্দিষ্ট দিন যেমন বর্তমানে নেই তেমনি এটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ও পালন করে থাকে বর্তমানে। নতুন ফসল বাড়িতে আনার পর বা গোলাজাত করার পর পিঠে পুলি, পায়েস দ্বারা এই উৎসব সম্পন্ন করে মানুষেরা।

মাঘ :

মাঘ মাসে পালিত উৎসব, পার্বণগুলি হল— কংসব্রত, সরহায় উৎসব, পাহাড় পূজা, মাঘ-সীমপরব, গোট পরব, মাগে পরব প্রভৃতি।

মাঘী পূর্ণিমার দিন মালদহে 'কংসব্রত' পূজা পালিত হয়।

মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচদিন ধরে সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা তাদের প্রধান পরব 'সরহায় উৎসব' পালন করে। পাঁচদিনের এই অনুষ্ঠানে সাঁওতালজাতির গৃহপালিত পশুভক্তি ও দেবতা মারাংবুরুর প্রতি ভয় প্রকাশ পায়। এর সাথে যুক্ত হয় পরিবারের বাৎসরিক আনন্দ।

নাম না জানা অপরিচিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ভূমিজ আদিবাসী সমাজ পালন করে পাহাড় পূজা। অনেকে বুরুপূজাও বলে। দরিদ্র এই সমাজ মাঘ মাসের শুরুতেই এই পূজা করে থাকে।

সাঁওতাল গ্রামের বিভিন্ন পদাধিকারীর পদত্যাগ ও গ্রামের নতুন পদাধিকারীর পদ গ্রহণ উপলক্ষে সাঁওতাল সমাজ মাঘ-সীমপরব পালন করে। মাঘ মাসের শেষে পালিত এই পরব পদ-গঠনের মধ্য থেকে না থেকে আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

সূর্যদেবের কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনার জন্য মালদহ জেলার বিবাহিত নারীরা মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সন্ধ্যাবেলা 'গোট গরব' বা 'সূর্যব্রত' পালন করে। বিবাহিত মহিলাদের সারাদিন উপাসিত এই পূজাতে পুরোহিত ছাড়া কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই।

মুণ্ডা সমাজ তাদের গ্রামের সব কাজে সাফল্য লাভ এবং সব রকমের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য 'মাগে পরব' এর আয়োজন করে। মুণ্ডা সমাজের অবিবাহিত ছেলেদের নাচ-গানকে কেন্দ্র করে প্রায় চার দিনব্যাপী এই উৎসব মাঘ মাসের প্রথম দিকে পালিত হতে দেখা যায়।

এছাড়া মাঘ মাসের 'গঙ্গা পূজা' ও 'গোহিলচণ্ডীর' উৎসব পালিত হতে দেখা যায়।

ফাল্গুন :

বাহা উৎসব, সারহুল পরব, মহারাজ পূজা, দোলউৎসব এই জেলাবাসীদের অন্যতম পার্বণ ফাল্গুন মাসে।

বাহা উৎসব সাঁওতাল সমাজের কাছে এক পবিত্র উৎসব। মালদহ জেলাতে দু'দিনব্যাপী বাহা উৎসব ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথি থেকে আরম্ভ। বসন্ত কালীন এই উৎসবে প্রকৃতি দেবী 'জাহের এরা'র পূজা করা হয়। এছাড়া 'মারাং বুরু' ও 'ম'ড়েকো' দেবতার স্মরণ হয়ে থাকে। মহুয়া ফুল, শালগাছ ও বলির উদ্দেশ্যে মোরগ বা শিকার করা পাখি, পশু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রসাদ হিসেবে পাওয়া যায় শিকার করা পাখি বা মোরগের খিচুড়ি। পূজা শেষে সকলে মিলে নাচ-গান ও আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে যায়।

প্রকৃতির দেবীর পূজা না হলেও সাঁওতাল সমাজের মতোই এই জেলার মুণ্ডা সমাজ বসন্তের আগমনে অর্থাৎ ফাগুন মাসে পালন করে 'সারহুল' উৎসব। এখানে শালগাছের ফুল প্রাধান্য পায় যা মুণ্ডা অধিবাসীরা তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে শালফুল এবং দেবতার থান বা সারনায়ও নিবেদন করে। বেশ কয়েক দিন মাদল বাজিয়ে এই উৎসব পালন করা হয় এবং দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় পশু।

মালদহ জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পালিত ফাল্গুন মাসের একটি পূজা হল 'মহারাজ পূজা'। মাসের প্রথম রবিবার থেকে শুরু করে তিন দিন ধরে উৎসব চলে। এই পূজাতে অনেকে পায়রা, পাঠা মানত করে এবং বলিও দেওয়া হয়। ফাগুন মাসে আরেকটি উৎসব হল 'দোলউৎসব'। মালদহে দুদিন দোল খেলা হয়। প্রথম দিন আবীর রঙ দেবতার উদ্দেশ্যে ও দ্বিতীয় দিন খেলা হয় দোল।

চৈত্র :

এই মাসে 'রাম-সীতারপূজা' ও 'শিবপূজা' পালিত হয়ে থাকে।

মালদহ জেলার শিবভক্ত আদিবাসী সম্প্রদায় চৈত্র মাসের পূর্ণিমার সময় শিব পূজা করে থাকে। এই পূজা পূর্ণিমার চারদিন আগে ও পূর্ণিমার চারদিন পর মোট আট দিন রাতে পালিত হয় এবং শেষ দিন রাতে বারোটা থেকে চালু হয় সকাল পর্যন্ত চলে।

চৈত্র সংক্রান্তির দু-দিন আগে থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ও শিবপূজা করে থাকে।এছাড়া চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে রাম সীতার পূজা হয়ে থাকে যা আটদিন ধরে চলে এবং প্রসাদ বিতরণ করে থাকে।

অন্যান্য :

এছাড়া দোল পূর্ণিমায় চাঁইসম্প্রদায় 'আগ্‌জী পূজা' (অগ্নিপূজা) করে থাকে। এছাড়া চাঁইসম্প্রদায় দোলের পরের দিন 'ডোরা বাঁধা' উৎসব পালন করে। আবার লক্ষ্মী পূজার দিন লক্ষ্মী পূজা পালিত হতে দেখা যায়। এছাড়া 'সওয়ালাখকা পূজা' (কোড়া আদিবাসী সম্প্রদায়), চন্ডীপূজা (লোধা সম্প্রদায়ের পালিত), বড়াম পূজা (লোধা সম্প্রদায়ের পালিত), গরাম পূজা (কোড়া সম্প্রদায়ের পালিত), চাঙ্‌নাচ(লোধাদের পালিত) প্রভৃতি পার্বণ, উৎসব উল্লেখযোগ্য।

এই জেলার মুসলিম সম্প্রদায় পালন করে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহার, মহরম ,শব-এ-বরাত প্রভৃতি উৎসব। এগুলি চাঁদের উপর নির্ভর করে প্রতি বছর পালিত হয়ে থাকে।

এই জেলাতে ফাতেহা-দোহাজদম ও পালন করা হয়। এছাড়া পীর-কে ভিত্তি করে বছরে বিভিন্ন সময়ে উরুষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর বছরের বিভিন্ন সময়ে জলসা বা মাহফিলও এই জেলায় পালিত হতে দেখা যায়। আবার মিলাদের প্রচলনও আছে এই জেলায়।

খ) মেলা :-

মেলা এমনই এক ক্ষেত্র যা নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করায়, ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়, সুখ-দুঃখের কথাকে তুলে ধরে। সর্বোপরি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে মেলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেলা মালদহের ভৌগলিক বিভাজন অনুযায়ী অর্থাৎ বরিন্দ, দিয়ারা ও টাল অনুযায়ী এই জেলার মেলাগুলির নাম, স্থান ও সময় উল্লেখ করা হল—

বরিন্দ অঞ্চলের মেলা —

ওল্ড মালদা (পুরাতন মালদহ) থানার মোকাতিপুর গ্রামের ধর্মকুণ্ড বা ধর্মপুণ্ডে অগ্রহায়ণ মাসে আয়োজন করা হয় 'ষষ্ঠীপূজা'র মেলা। আনন্দে মাতা ছাড়াও এইমেলাতে বিভিন্ন ধরনের জুয়ার আসর বসে।

তিল ভোগ- সর্দারপুরে সাঁওতাল সমাজের 'বাসন্তীপূজা' উপলক্ষে বিজয়া দশমীর মেলা বসে।'বাসন্তীপূজা' উপলক্ষে সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে মেলা বসে।

এছাড়া 'চারুবাবু'র মেলা (ওল্ড মালদা থানা), 'দশেরা উৎসব' (শংকর স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে, মঙ্গলবাড়ী), দেবপুরের 'কুলাভাসানো' মেলা (বৈশাখ মাস, ভাবুক স্থানে) প্রভৃতি।

গাজোল থানার পাকুয়া অঞ্চলে 'সবেবরাত' উপলক্ষে বড় দরগাহর পীর শেখ জালালউদ্দিন মখদুম শাহ তাব্রেজীর বার্ষিক উৎসব উরস ও ফতেহা উৎসব (৭ দিন ধরে) এবং ছোট দরগাহর পীর হজরত শেখ আহমেদ নুর-কুতুবুল-আলম ও তাঁর পিতা শেখ আলাওল হকের 'উরস উৎসব'(৭ দিন ধরে) পালন করা হয় ও মেলা বসে।

গাজোল থানার দেওতলার ধাওয়াইল গ্রামে রাজা গণেশ প্রবর্তিত 'কংস ব্রত' উপলক্ষে মেলা বসে পনেরো দিন ধরে।

গাজোল থানার আলাল গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিন মহানন্দা নদীর পাড়ে মেলা বসে।

হবিবপুর গ্রামে শিবপূজা উপলক্ষে সত্যম্-শিভম্ সম্প্রদায় (সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়) চৈত্র পূর্ণিমায় সাত দিন ধরে মেলার আয়োজন করে।

হবিবপুর থানার দুর্গা পূজা উপলক্ষে আইহোতে তিন দিনব্যাপী ও বুলবুলচন্ডীতে নবমী-দশমীর দিন মেলা বসতে দেখা যায়।

সজনা দীঘির সাঁওতাল সমাজ ছাঁচ পরব উপলক্ষে মেলার আয়োজন করে ফাল্গুন সংক্রান্তির রাতে।

এছাড়া হবিবপুর থানার পাকুয়া হাটের 'বাদনা পরব' উপলক্ষে মেলা ও বার্নপুর গ্রামের কালী মাতাকে কেন্দ্র করে রাম নবমী ও বৈশাখ মাসের মেলা স্মরণীয়।

বামনগোলা থানায় চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে বাঁশড়হা বা বাঁশহড়া গ্রামে চড়কপূজার মেলা এবং ফরিদপুর গ্রামে গম্ভীরা উপলক্ষে মেলা বসে।

এই থানার সিমলা গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবং শিববাটী গ্রামে শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে মেলা বসে।

এর সঙ্গে যোগ হয় বামনগোলা থানার বামনগোলায় চৈত্রমাসের মুসলিম সমাজের ‘পোয়াল মেলা’।

দিয়ারা অঞ্চলের মেলা —

মানিকচক থানার মথুরাপুর নামক স্থানে মাঘী পূর্ণিমায় সাতদিনব্যাপী চলে কালী টোলা মেলা।

মানিকচক থানার চণ্ডীপুর গ্রামে কার্তিক মাসে রাসমেলা হয়। এইমেলাএকদিনে সমাপ্ত হয়।

মানিকচক থানার শংকর টোলাগ্রামের কালীপূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী মেলা বসে। এছাড়া মানিকচক থানায় শিবচতুর্দশী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মানিকচক থানার নুরপুর গ্রামে বৈশাখ মাসের কালীপূজার সময় মেলা বসে।

ইংরেজ বাজার থানার গৌড় অঞ্চলের রামকেলিতে জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে সাত দিনের জন্য রামকেলি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সাত দিনের জন্য মালদহ জেলাতে আর একটি মেলা বসে ফুলবাড়িতে। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত এই মেলা কার্তিক পূজার মেলা নামে পরিচিত।

ইংরেজ বাজারের কমলাবাড়িতে সাধকপীর-শেখ অখী সিরাজুদ্দিন উসমানের সমাধিকে কেন্দ্র করে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল আজাহার-এর দিন উরস উপলক্ষে মেলা বসে।

শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার মেলা বসে মকদম পুরে। এই মেলা দু’দিন ধরে চলে। আবার রথযাত্রা উপলক্ষে জালালপুরে আটদিন ধরে রথযাত্রার মেলা বসে।

ইংরেজ বাজার থানার সাদুল্লা পুরে(সোদলাপুর) ভাদ্র সংক্রান্তির মেলা- এক দিনের জন্য,

ভাদ্র পূর্ণিমার মেলা- এক দিনের জন্য, পৌষ সংক্রান্তির মেলা- এক দিনের জন্য, মাঘী পূর্ণিমার মেলা- এক দিনের জন্য এবং দু’দিনের গঙ্গা দশাহার মেলা বসে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

ইংরেজ বাজার থানার অমৃতিতে তিন দিন ধরে পালিত ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রির মেলা জনপ্রিয় মেলা। শিবরাত্রি উপলক্ষে সাদিপুরেও এক দিনের জন্য মেলা বসে।

ঈদ্-উল-ফিতর ও মহরম উপলক্ষে প্রতি বছর ইংরেজ বাজার থানার মিলকিতে মেলা বসে। আবার মহরম উপলক্ষে কারবালাতে (মীরচক) তিন দিনের জন্য মেলা বসে।

বৈশাখ মাসে ইংরেজবাজার থানার জঙ্গল টোলা/জঙ্গল টোটা গ্রামে এক দিনের জন্য ‘তুলসী বিহার মেলা’ এবং জহরা তলায় ‘জহুরা কালীর’ মেলা বসে।

ইংরেজ বাজার থানার মিশন ঘাট অঞ্চলে প্রতিবছর দশমীর দিন মেলা বসে।

এক দিনের জন্য নঘরিয়ার ফুলবাড়িয়া গ্রামে (ইংরেজ বাজার থানা) কোজাগরী পূর্ণিমার মেলা বসে।

কার্তিকী অমাবস্যায় কালীপূজা উপলক্ষে টিপজানি গ্রামে মেলা বসে। এছাড়া জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে নবমীর দিন কোতয়ালী গ্রামের বৈদ্যপাড়ার মেলা জনপ্রিয়।

কালিয়াচক থানার সুজাপুর ও যদুপুর অঞ্চলে ঈদ্-উল-ফিতর উপলক্ষে মেলা ও আনন্দানুষ্ঠান পালিত হয়।

চর-অনন্তপুর ও বালিয়াডাঙ্গার শান্তিপীঠ শিবমন্দির স্থানে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে বড় আয়োজনের মেলা বসে।

এছাড়া বালুগ্রামে যে মেলা বসে তা কালীপূজা উপলক্ষে।

টাল অঞ্চলের মেলা —

হরিশচন্দ্রপুর থানার মেলাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম দিনে গহিলা গ্রামে গোহিল চণ্ডীর উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে এবং এই মাসের পঞ্চমী তিথিতে চন্দ্রপুর গ্রামে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার থেকে তিন দিনব্যাপী হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অর্জুনাই গ্রামে মহারাজ

পূজার উপলক্ষে মেলা বসে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসিহাট্টা গ্রামে তিন দিন ধরে দূর্গাপূজার মেলা বসে এবং ভালুকা অঞ্চলে ফাল্গুন মাসে দীর্ঘদিন ধরে শিব-রাত্রির মেলা বসে।

চাঁচল থানার ক্ষেমপুর গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় গম্ভীরা উপলক্ষে মেলা বসে। মেলা তিন দিন ধরে চলে।

মহানন্দাপুর গ্রামে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেলা বসে এবং বলরামপুর গ্রামে বিজয়া দশমী থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত মেলা বসে মনসাপূজা উপলক্ষে।

রতুয়া থানায় কার্তিক মাসে কালীপূজার মেলা বসে লস্করপুর গ্রামে এবং একবর্ণা গোবরজনা কালী মন্দির স্থানে এক দিনব্যাপী কালী পূজার মেলা বসে।

রতুয়া থানার মহানন্দা টোলা বাদিয়াড়া গ্রামে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

এছাড়া জ্ঞানীটোলা স্থানে কুশীগঙ্গা স্নানের মেলা বসে।

মালদহ জেলার পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলির বর্ণনা দেওয়া হল তা একদিকে যেমন প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে ওঠে তেমনি এগুলি এও প্রমাণ করে ওই সম্প্রদায়গুলির উদ্যম, একনিষ্ঠতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

এই উৎসব আনন্দানুষ্ঠানগুলি এটা প্রমাণ করে এই জেলার বাসিন্দা বা মানুষেরা অসংহত বিচ্ছিন্ন নয়। এই উৎসবগুলি এটাও প্রমাণ করে একদীর্ঘ সময় ধরে মালদহ জেলার বহু মানুষের – বহু সম্প্রদায়ের ভাবনা চিন্তার সম্মিলিত রূপটিকে। মিশ্র সংস্কৃতিসম্পন্ন মালদহ জেলার এখানেই সার্থকতা।

WORK CITIES:-

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রকাশ- পারুল, প্রকাশ- ২০১৭, অগাষ্ট, কলিকাতা।

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ আদিবাসী, প্রকাশ- অফবিট পাবলিশিং, প্রকাশ- ২০১৪, অগাষ্ট, কলিকাতা।

শ্রী নারায়ণ মান্না, আদিম ধর্মবিশ্বাস, প্রকাশক-মহাবোধি, প্রকাশ-২০১৮, কলিকাতা ।

মিয়া ও খান, প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞান, প্রকাশক- গ্রন্থকুটির, প্রকাশ-২০১৪, ঢাকা(বাংলাদেশ)।

সুধীর কুমার চক্রবর্তী, গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, প্রকাশক-বিশ্বজ্ঞান (কলিকাতা)।

সিধার্থ গুহ রায়, পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা-১, মালদা, প্রথম মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা ১৩৯৪।

ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ, মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পটভূমি(প্রবন্ধ), মালদহ চর্চা(১), সম্পাদক- মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, প্রকাশক-বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা।

ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব,প্রকাশক- পুস্তক বিপণি,প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী-২০০৬ ।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী, সম্পাদনা- ড. মলয় শংকর ভট্টাচার্য্য, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, প্রকাশ- দে'জ, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৬।

সুস্মিতা সোম, মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা, দিপালী পাবলিকেশন, প্রকাশ-২০০৬, মালদা।

প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬।

অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব, মালদা জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের অতীত ও বর্তমান, মালদহ চর্চা।

J.C. Sengupta, Gazetter of India, Ibid,.

G.E Lambourn, Bengal District Gazzetteers,Ibid.

W. H. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Ibid,.

অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব, মালদা জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের অতীত ও বর্তমান।